তারিখ 08 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দৈনিক আমাদের সময়

ইউআইটিএসের ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

শিক্ষাঙ্গনে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে দৃঢ়অঙ্গীকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ●
শিক্ষাঙ্গনে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়টির ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তারা এ অঙ্গীকার করেন।

দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রথম তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউআইটিএসের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বারিধারা ক্যাম্পাসে বিকালে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়। পরে 'জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে শিক্ষার ভূমিকা' শীর্ষক এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। ইদানীং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জঙ্গি ও সন্ত্রাসী তৎপরতা আমাদের বিচলিত করে তুলেছে। যে কোনো মূল্যে এ অপতৎপরতা প্রতিরোধ করে সুশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এম কায়কোবাদ। তিনি বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কারা পরিচালনা করছে, কারা শিক্ষকতায় আছেন, তারা মানবতাবিরোধী কিনা– এগুলোর প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে। ইউআইটিএস এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে শুধু পুথিগত শিক্ষাই দেওয়া হয় না, এখানে শেখানো হয় শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষা, বিদ্যার সঙ্গে বিনয়, কর্মের সঙ্গে নিষ্ঠা, জীবনের সঙ্গে মূল্যবোধ। অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক ছিলেন ইউআইটিএসের প্রতিষ্ঠাতা এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পিএইচপি পরিবারের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিল্পপতি সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। তিনি বলেন, বেসরকারি এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে জঙ্গিবাদ

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইউআইটিএস বিভিন্ন পেশাদারি শিক্ষায় হাজার-হাজার শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করে, জাতির উন্নয়নের সৈনিক হিসেবে তৈরি করে, বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, মানবপ্রেম এবং দেশপ্রেমের সংমিশ্রণ ঘটাতে না পারলে প্রকৃতপক্ষে সে শিক্ষা আসল শিক্ষা নয়। মানুষের মতো এত মহীয়ান, এত শক্তিমান আর কোনো সৃষ্টি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই। তাই মানব-সন্তানদের মধ্যে লুকানো অমৃত শক্তিকে জাগ্রত করে, মানবীয় গুণাবলিতে বলীয়ান মানবসন্তানদের নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর মানসে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকমণ্ডলীর সহায়তায় আমরা আলোকিত মানুষ তৈরি করে চলেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিন ড. মো. মিজানুর রহমান আলোচনাসভাটি সঞ্চালনা করেন। ইউআইটিএসের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মান এতে সভাপতিত্ব করেন। আরও উপস্থিত ছিলেন ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. কেএম সাইফুল ইসলাম খান এবং পিএইচপি পরিবারের মানবসম্পদ ও প্রশাসনের নির্বাহী পরিচালক আহমদ সিপারউদ্দীন, বিশ্ববিদ্যালয়টির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এস. আর. হিলালী, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ কামরুল হাসান, স্কুল অব লিবারাল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের ডিন ড. আরিফাতুল কিবরিয়া, পরিচালক রিসার্চ সেন্টার অধ্যাপক মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান, সব বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা। সবশেষে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক আ.ন.ম. শরীফ উপস্থিত অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।